ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৮৫

আগরতলা,০৬ নভেম্বর,২০১৮

আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের রাজ্যের সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরাসুন্দরী মা হলো শক্তির প্রতীক। একতার উৎস। অসুরনাশিনী। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের ভূমি সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি। মায়ের আশীর্বাদে সমাজের অশুভ শক্তিকে নাশ করে নারী নির্যাতন মুক্ত, দারিদ্র মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, ভ্রষ্টাচার মুক্ত, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে হবে। ত্রিপুরা সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। আজ মন্দিরনগরী উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে ধন্যমাণিক্য মুক্ত মঞ্চে দীপাবলি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের রাজ্যের সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। আনবে নতুন ত্রিপুরা গড়ার মূল মন্ত্র, যার মাধ্যমে আগামী দিনে গড়ে উঠবে বৈভবশালী রাজ্য। পূর্ণ হবে মডেল ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশ মডেল ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। ত্রিপুরায় ধর্মীয় পর্যটনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দির পৃথিবীর বিখ্যাত ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলির মতো হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী পৃথিবীর বিখ্যাত ধর্মীয় পর্যটন স্থানগুলির উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বের যে কোনও ধর্মীয় স্থানগুলি যে কোনও দেশের উন্নয়নের মাধ্যম। ধর্মীয় পর্যটন স্থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটকদের আকৃষ্ট করে তোলার জন্য মাতাবাড়ি মন্দির সংলগ্ন কল্যাণ সাগরের পাড়ে ৫১ পীঠের অন্য ৫০টি পীঠ স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে করে ধর্মপ্রাণ মানুষরা একই জায়গায় ৫১ পীঠের দর্শন করতে পারেন। তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক একসাথে মায়ের ৫১ পীঠ দর্শন করতে আসবেন। বেশি করে পর্যটক আসলে পর্যটনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন। তবে ত্রিপুরাকে পর্যটনের আকর্ষণস্থল করার ক্ষেত্রে পর্যটনের সাথে যুক্তদেরকে পর্যটকদের সাথে ‘অতিথি দেব ভব’ মানসিকতায় বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ঊনকোটি, ছবিমুড়া, পিলাক, নীরমহল, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ-এর মতো আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল রয়েছে। তিনি বলেন, যে কোনও দেশের বা রাজ্যের উন্নয়ন করতে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হতে হবে। কারণ পর্যটনের সাথে পরিবহণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো আগরতলা বিমানবন্দরে প্রিপেইড ট্যাক্সি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পর্যন্ত এ সি ভলবো বাস চালু করা হয়েছে। পূর্বতন সরকারের এই ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার মানসিকতা ছিলো না। তিনি বলেন, সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হলে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের জলপথের মাধ্যমে অতি সহজে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসা যাবে। এতে পরিবহণ খরচ কমে যাবে। পরিবহণ খরচ কমে গেলে রাজ্যের মানুষ সার্বিকভাবে উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার। ত্রিপুরাসুন্দরী মা যেমন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আশীর্বাদ করেন।

***২-এর পাতায়

রাজ্য সরকারও দলমত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ত্রিপুরাকে হীরা বানানোর যে স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়িত করার জন্যও রাজ্য সরকার কাজ করছে। তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীও সেই দিশাতেই কাজ করবে। তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য গড়ার যে স্বপ্ন তা পূরণ হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, ৫১ পীঠস্থানের অন্যতম পীঠস্থান হচ্ছে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজন্য আমলের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এই মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর যুগযুগান্তর ধরে ত্রিপুরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে আসছে। এই মায়ের মন্দির হলো সবচেয়ে পবিত্র স্থান। ইতিহাস এবং সংস্কৃতি তার সাক্ষী। তিনি বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন আরও সুদৃঢ় হচ্ছে এবং বয়ে নিয়ে আসছে সুখ এবং শান্তি। তিনি বলেন, মাতাবাড়ি উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট মাতাবাড়ির উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার এবং জনগণকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, এই উৎসবের মাধ্যমে সব ধর্মপ্রাণ মানুষের মিলন মেলা ঘটে। রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের মানুষ দীপাবলি উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ৫১টি পীঠস্থানের অন্যতম পীঠস্থান এই ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি। দীপাবলি উৎসব ও মেলার এই জনসমাগম কুম্ভমেলাকে স্মরণ করে দেয়। তিনি বলেন, এই পীঠস্থানকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক পর্যটনস্থল হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই মেলায় আসেন। এই মিলন মেলা আমাদের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী এই উৎসবকে সফল রূপে সম্পন্ন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ললিত কুমার গুপ্তা, পুলিশ মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী নীতি দেব উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত স্বরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গোমতী জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডি। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এই প্রথমবার কল্যাণসাগর পাড়ে ৫১টি ঢাক বাজিয়ে কল্যাণ আরতী হয়। এতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রদর্শনী স্টলের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, মোট ১৮টি দপ্তরের স্টল মেলায় খোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ধন্যমাণিক্য মুক্তমঞ্চে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুইদিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের এবং বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীরা সংগীত, নৃত্য, যাত্রাপালায় অংশ নেবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্বের পূর্বে সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ মায়ের মন্দির পরিদর্শন করে আশীর্বাদ নেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাজারবাগ দক্ষিণ পাড়ায় দক্ষিণায়ন পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত কালীপূজারও উদ্বোধন করেন।

*****